তৃতীয় সংস্করণ

# সুখী হওয়ার ১০টি উপায়

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

ঈমান সিরিজ – ১

OIEP Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

# সুখী হওয়ার ১০টি উপায়

quraneralo.com

# সুখী হওয়ার ১০টি উপায়

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

**প্রকাশকঃ**

ও.আই.ই.পি

স্যুইট: ৩০৩, গ-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন: ০১৭৩৩ ৫৫৯১৩৫

**প্রকাশকালঃ**

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৩

দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তৃতীয় প্রকাশ: জুলাই ২০১৪

**প্রাপ্তিস্থানঃ**

ও.আই.ই.পি

স্যুইট: ৩০৩, গ-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

www.oiep.net   info@oiep.net   01733559135

facebook.com/OIEP.Official   youtube.com/OIEPdhaka

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ**

ও.আই.ই.পি

**মুদ্রণঃ**

বিনিময় প্রিন্টার্স লিমিটেড

**নির্ধারিত মূল্যঃ**

৩০ টাকা মাত্র

Shukhi Howar 10 ti Upay: Muhammad Naseel Shahrukh. Published by: OIEP. Fixed Price: TK. 30.00 Only.

www.QuranerAlo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র সত্ত্বা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য চাই, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের কুপ্রবৃত্তি ও আমলের অকল্যাণ হতে আল্লাহর আশ্রয় নিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

## সুখ কী?

সুখ - এই শব্দটি ছোট-বড় সবার কাছেই বড়ই আকাঙ্ক্ষিত - কে না চায় সুখী হতে? সবাই! কিন্তু চাইলেই কি আর সুখ সবার কাছে ধরা দেয়?

কেউ কেউ ভাবে, সুখ হল নিজের মন মত, পছন্দানুযায়ী যা খুশি তা-ই করা। যে তা করতে পারবে, সে-ই সুখী, সে-ই তার জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু একজন সুস্থ চিন্তা ভাবনার মানুষ এই ধারণার ভুলকে ধরতে পারবে অনায়াসেই। যা খুশি তা করলেই যদি মানুষ সুখী হত, তবে তো সমাজে বিশৃঙ্খলার শেষ থাকত না। চোর চুরি করে, খুনী খুন করে, ঘুষখোর ঘুষ খেয়ে সুখী হতে চাইতো!

আবার অনেকে ভাবে, যার যত বেশি সম্পদ সে তত বেশি সুখী! কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। কারণ যার কম আছে, সে চিন্তা করে কীভাবে সে বাড়াবে! আর যার বেশি আছে, তার দুশ্চিন্তা হল কীভাবে সে ধরে রাখবে এবং পর্যায়ক্রমে আরও বাড়াবে! আর সম্পদের পেছনে এভাবে ছুটে চলাটা কোনো ভাবেই সুখের হতে পারেনা; বরং তা সুখকে আরো দূরে সরিয়ে নেয়। যদি গায়ের জোরে বা টাকার জোরে সুখ পাওয়া যেত, তবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিত্তবান লোকেরা তাদের অস্ত্র বাগিয়ে, টাকা উড়িয়ে সুখী মানুষদের অন্তর থেকে সুখ ছিনিয়ে নিত!

OIEP Open Islamic Education Programme

www.QuranerAlo.com

# ইসলামের দৃষ্টিতে সুখঃ

সুখের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, পৃথিবীতে সম্পদ, খ্যাতি, বিদ্যা অর্জন, জাগতিক উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির বহু পথ থাকলেও সুখী হওয়ার মূল পথ একটিই - আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ যে যত বেশি মেনে চলবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে তত বেশি সুখী হবে। তাই মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে, প্রযুক্তিতে অগ্রসর হয়ে, উন্নতি করে, খ্যাতি অর্জন করে, অন্যের দেশে হামলা চালিয়ে কিংবা সমাজসেবা করে সুখ পেতে চায়, তখন সে বোকামী করে। আল্লাহর অবাধ্যতা করে হয়ত টাকা-পয়সা, গাড়ি বাড়ি, ক্ষমতা, সম্মান আসে - কিন্তু সুখ আসে না; বরং যেটুকু সুখ ছিল তা উধাও হয়ে যায়!

খুঁজলে এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যে একজন লোক প্রথম জীবনে সাদাসিধা, সৎ ও ধার্মিক জীবন যাপন করত। পরবর্তীতে টাকা কিংবা খ্যাতির লোভে সে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার পেছনে ছোটে। ফলে সে দুনিয়ার স্বার্থে অন্যায় কাজ করে, নীতি বিসর্জন দেয়, ধর্ম পালন করতে পারে না। শেষ বয়সে এসে উপলব্ধি করে যে তার জীবন শেষ, কিন্তু এতকিছুর পরেও সুখ নামক সোনার হরিণ ধরা দেয়নি - বরং জীবনে অশান্তি, শত্রুতা, নিরাপত্তাহীনতা আর তিক্ত অভিজ্ঞতাই কেবল বেড়েছে।

একজন মুসলিম হিসেবে সুখী হওয়া আমাদের জন্য সহজ। আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত - ইসলাম ধর্ম সঠিকভাবে পালন করাই আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করবে।

এই নিবন্ধে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুখী হওয়ার কিছু উপায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ১: ঈমান আনা ও নেক কাজ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

**যে মুমিন অবস্থায় উত্তম আমল করবে - পুরুষ হোক বা নারী - আমি তাকে [দুনিয়ায়] উত্তম জীবন দান করব, আর [আখিরাতে] তাদেরকে প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম আমলগুলোর প্রতিদান।**[১]

এই আয়াতে নেককার মুমিনদের দুটি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে:

- উত্তম জীবন।
- সর্বোত্তম আমলের প্রতিদান।

মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতে যে উত্তম জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা মুমিনরা দুনিয়াতেই লাভ করবে। উপরের আয়াতে উল্লিখিত উত্তম জীবনের অর্থ তাঁরা করেছেন: তুষ্টি, মনের শান্তি, হালাল রিযক এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে আনন্দ লাভ করা - এ সবকিছু মিলেই একজন মুমিনের জীবন এই পৃথিবীতেই সুন্দর হয়ে ওঠে।

এর বিপরীতে যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত - উভয় জগতেই রয়েছে কষ্ট ও ব্যর্থতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَال

Open Islamic Education Programme
OIEP
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾

**যে আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমি তো দেখতে পেতাম। তিনি [আল্লাহ] বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতগুলো এসেছিল, অথচ তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনি আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। এভাবেই তাকে আমি বদলা দেই যে সীমালঙ্ঘন করে আর তার রবের আয়াতগুলোতে ঈমান আনে না। আর পরকালের শাস্তি কঠিনতর ও চিরস্থায়ী।**[২]

এই আয়াতের শিক্ষা হল - যে ব্যক্তি তার ইহকালে পার্থিব লোভ-লালসার মোহে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান থেকে দূরে সরে যাবে, তাকে তার এই সীমালংঘনের জন্য দুনিয়াতে সংকীর্ণ জীবন দেয়া হবে আর পরকালে তার প্রাপ্য হল কঠিনতম ও চিরস্থায়ী শাস্তি।

মুফাসসিরগণের মতে, আয়াতে বর্ণিত সংকীর্ণ জীবনের অর্থ পৃথিবীতে অশান্তি, অস্থিরতা, অতৃপ্তি, মৃত্যুর পরে কবরের চাপ এবং সবশেষে কিয়ামতের দিনের কঠিন শাস্তি।

তাই ঈমান ও নেক আমল - অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামের উপর জীবন যাপন করার মাধ্যমেই কেবল মানুষ পেতে পারে পৃথিবীতে কাম্য সুখ শান্তি এবং নিশ্চিত করতে পারে আখিরাতের অনন্ত জীবনের ভোগ বিলাস।

নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশী তা করায় সুখ নেই, বরং রয়েছে সংকীর্ণতা। আর এজন্য বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের মানুষেরা - যাদেরকে আমরা সবচেয়ে

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

সুখী, স্বাধীন, সৌভাগ্যবান বলে মনে করি; তাদের মাঝে হতাশার কারণে আত্মহত্যা ও অন্যের প্রাণহরণ, ধর্ষণ, খুন, চুরি-ডাকাতি, মাদক-সেবন সহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়।

OIEP Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

## সুখী হওয়ার উপায় ২: আখিরাতকে মূল লক্ষ্য বানানো

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ »

**যার মনোযোগ আখিরাতের প্রতি নিবদ্ধ, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং তার অন্তরে পরিতৃপ্তি ও তুষ্টি পয়দা করে দেবেন আর তার এলোমেলো কাজগুলোকে সুবিন্যস্ত করে দেবেন এবং দুনিয়া একান্ত অনুগত হয়ে তার কাছে ধরা দেবে। আর যার মনোযোগ দুনিয়ার দিকে নিবদ্ধ, আল্লাহ তাকে সর্বদা অপরের মুখাপেক্ষী রাখবেন আর তার গোছানো কাজগুলোকেও এলোমেলো করে দেবেন আর দুনিয়ার ততটুকুই সে লাভ করবে যা তার জন্য পূর্বনির্ধারিত ছিল।**[৩]

এই হাদীসটি থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই - যে ব্যক্তি আখিরাতকে নিয়ে ব্যস্ত হয়, তার দুনিয়ার প্রয়োজন সহজে পূরণ হয়। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ায় লাভ ক্ষতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সে দুনিয়াও হারায়।

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ৩: দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা

বলা হয়: জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস। কুরআনের পাঠ থেকে আমরা বলতে পারি: জ্ঞানই সুখের উৎস। অবশ্য এখানে জ্ঞান বলতে আমরা বোঝাচ্ছি শরীয়তের জ্ঞান ও আল্লাহর পরিচয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

**আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে: তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? বল: নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর দিকে পথ দেখান। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর এর দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।**[৪]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে অন্তরের শান্তির উৎস হল আল্লাহর যিকর। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের বক্তব্য অধ্যয়নে জানা যায় যে আল্লাহর যিকরের দু'টি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে:

ক. বান্দা কর্তৃক আল্লাহর স্মরণ।

খ. আল্লাহর নাযিল করা যিকর: অর্থাৎ আল কুরআন।

এখানে দু'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে শান্তি পায়, আবার সে কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআন প্রদত্ত বিধিবিধান জানা ও মেনে চলার কারণে সুখী হয়।

আল্লাহর স্মরণের মধ্যে সারবস্তু হল আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয়, আশা, ভক্তি ইত্যাদি। সুতরাং, অন্তরের এই আমলগুলো যত শক্তিশালী হবে, যিকরের মাধ্যমে

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা প্রোগ্রাম

মানসিক শান্তি তত বেশি আসবে। যে আল্লাহ সম্পর্কে যত বেশি জ্ঞান রাখে, সে-ই আল্লাহকে তত বেশি ভালবাসে এবং তত বেশি ভয় করে। আল্লাহকে না জানলে তাকে ভালবাসা ও ভয় করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ

**বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।**[৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

**আল্লাহর শপথ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ সবচেয়ে বেশি মেনে চলি...**[৬]

إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

**নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী ও আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী হচ্ছি আমি।**[৭]

OIEP Open Islamic Education Programme

তেমনি কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের জ্ঞান যার যত বেশি, তার মন তত প্রশান্ত। মুত্তাকী মুমিনদের ওপর আল-কুরআনের প্রভাব বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ﴿٢٣﴾

**আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, পুনরাবৃত্ত [অর্থাৎ এতে শিক্ষা, বিধান, দলীল-প্রমাণ, কাহিনীগুলো বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, অথবা এর**


www.QuranerAlo.com

**অর্থ হতে পারে - যা বারবার পঠিত হয়] সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের ত্বক এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হেদায়েত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হেদায়েত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়েতকারী নেই।**[৮]

এখানে কুরআন পাঠে সৃষ্ট যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা শুধু তাদেরই হবে যারা কুরআনের অর্থ বুঝতে পারে - অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কুরআনের বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে নম্র ও প্রশান্ত মনের অধিকারী হতে পারে।

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, যারা কুরআন অধ্যয়নের জন্য একত্রিত হয়, তাদের ওপর প্রশান্তি অবতরণ করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

**যখনই কোন একদল লোক আল্লাহর ঘরসমূহের কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত ও পরস্পরের মধ্যে তার অধ্যয়ন করতে থাকে, তখনই তাদের ওপর প্রশান্তি অবতরণ করে, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের নিকট তাদেরকে স্মরণ করেন...**[৯]

তাই কুরআন-হাদীস, শরীয়ত ও আল্লাহ সম্পর্কে কারও জ্ঞান যত বেশি, তার অন্তর তত বেশি ধীরস্থির ও প্রশান্ত।

Open Islamic Education Programme
ওপেন ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP

# সুখী হওয়ার উপায় ৪: দোয়া

নিজের প্রয়োজন, অভাব, আকুতি, ফরিয়াদ নিয়ে; নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তুলে ধরে আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে তাঁর কাছে হাত পাতার চাইতে মনকে শান্তকারী বিষয় কমই আছে। আজকাল মানুষের মনকে শান্তি দেয়ার জন্য যে বিভিন্ন মেথড বের হয়েছে, সেগুলো একদিকে যেমন কুরআন-হাদীসের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, অপরদিকে তা বিজ্ঞান-সম্মতও নয়। মোটকথা, আমাদের জন্য কুরআন-হাদীসের দোয়াগুলোই যথেষ্ট। কুরআন-হাদীসে যে বহু দোয়া শেখানো হয়েছে, তা অর্থ বুঝে করলে মন শান্ত হতে বাধ্য। এছাড়া দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য বিশেষভাবে কিছু দোয়া শেখানো হয়েছে। এখানে আমরা দু-একটি দোয়া উল্লেখ করছি:

ক. আল্লাহর রাসূলের দোয়া হিসেবে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

**হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশংকা, আফসোস, অক্ষমতা, আলস্য, কার্পণ্য, কাপুরুষতা, ঋণের ভার ও মানুষের কাছে পরাস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।**[১০]

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

খ. হাদীসে বর্ণিত:

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا

**যখনই কেউ দুশ্চিন্তা কিংবা দুঃখে পতিত হয় এবং বলে: "হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার দাসের সন্তান, তোমার দাসীর সন্তান তোমার হাতে আমার চুলের অগ্রভাগ [অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার ক্ষমতার অধীন ও নিয়ন্ত্রণে], আমার ব্যাপারে তোমার হুকুম কার্যকর। আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি তোমার এমন প্রতিটি নামের বদৌলতে তোমার কাছে চাই - যার দ্বারা তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ অথবা তোমার কিতাবে তা নাযিল করেছ অথবা তোমার গায়েবের জ্ঞানে একচ্ছত্রভাবে সংরক্ষিত রেখেছঃ তুমি আল কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার অন্তরের আলো, আমার দুঃখের অপসারণ এবং আমার দুশ্চিন্তার প্রস্থান; আল্লাহ পাক তার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দেন এবং এর পরিবর্তে প্রশস্ততা দান করেন। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি তা শিখব না? তিনি বললেন: অবশ্যই, যে এটা শুনল তার তা শিখে নেয়া উচিৎ।**[১১]



www.QuranerAlo.com

গ. অপর হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِى الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ »

**আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিন - যা কিনা আমার সকল বিষয়ের প্রতিরক্ষা, আমার দুনিয়াকে সুন্দর করে দিন যাতে আমার জীবিকা রয়েছে, আমার আখিরাতকে সুন্দর করে দিন যেখানে আমি ফিরে যাব এবং আমার জীবনকালে সমস্ত কল্যাণে বৃদ্ধি দান করুন আর মরণকে আমার জন্য সকল মন্দ থেকে বিশ্রাম করে দিন।**[১২]

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ৫: তাওহীদের বাস্তবায়ন, ছোট ও বড় শিরক থেকে বাঁচা

সুখের আরেক দিক হল নিরাপত্তা - যার নিরাপত্তা নেই সে সুখী নয়। অপরপক্ষে নিরাপত্তা থাকলে কম খেয়ে পরেও মানুষ সুখী হয়। আজ পুলিশ, সেনাবাহিনী, স্পেশাল ফোর্স, নিরাপত্তা কর্মী, উকিল, আইন-আদালত যত বাড়ছে, মানুষের নিরাপত্তা তত কমছে, ভয়ভীতি তত বাড়ছে - এর কারণ কি? উত্তর আল-কুরআনেই পাওয়া যায় - আল্লাহ পাক বলেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٨٢﴾

**যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।**[১৩]

এই আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ঠিকানা। নিরাপত্তা ও হেদায়েত অর্জিত হবে তাদের জন্য যারা ঈমানের সাথে যুলমকে মিশ্রিত করেনি। আরবীতে যুলম শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক - এর অর্থ কোন বস্তুকে যথাস্থানে না রাখা। এই ব্যাপক অর্থে নিলে ছোট-বড় সকল অনুচিত এবং অন্যায় কাজ যুলমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতে বিশেষভাবে যুলমের দ্বারা উদ্দেশ্য হল শিরক, আর তা আমরা জানতে পারি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর নিম্নোক্ত হাদীস থেকেঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ (يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)



www.QuranerAlo.com

**আব্দুল্লাহ [ইবনে মাসুদ] রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যখন নাযিল হল: "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি" এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর সাহাবীগণের কাছে কষ্টকর মনে হল এবং তাঁরা বললেন: "আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের প্রতি অন্যায় করে না?" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা যেমন ভাবছ বিষয়টি তা নয়, বরং তা সেরকম যেমনটি লুকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন: "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক এক বড় যুলম।"[১৪]**

তাই যারা শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

**নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে মানুষের তিনটি শ্রেণী**

আলেমগণ নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন:

**১)** যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেছে এবং সকল প্রকার বড় ও ছোট শিরক, বিদাত ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাওহীদকে পূর্ণতা দিয়েছে - যাদের দ্বারা কখনো অন্যায় সংঘটিত হলেও তারা দ্রুততার সাথে সেই পাপকাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ পাকের নিকট খাঁটিভাবে তওবা করে নেয় - তাদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণ হেদায়েত।

**২)** যারা তাওহীদের মূলকে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু [ছোট] শিরক, বিদাত কিংবা পাপকাজের দ্বারা এর পূর্ণতাকে বিনষ্ট করেছে, তাদের জন্যও নিরাপত্তা ও হেদায়েত রয়েছে, কিন্তু তাদের এই নিরাপত্তা ও হেদায়েত পূর্ণ নয়। সুতরাং ভয় আছে যে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে, ফলে আংশিকভাবে তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে। তাদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

হবে তাদের পাপকাজ অনুপাতে। যার পাপাচার যত বেশি, তার নিরাপত্তা তত বেশি পরিমাণে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা, যদি সে তওবা করে ফিরে না আসে। তবে এই শ্রেণীর লোকদের জন্য শেষ পরিণতি ভাল, অর্থাৎ কবরে কিংবা জাহান্নামে তাদের পাপের ফলশ্রুতিতে শাস্তি ভোগ করলেও তাওহীদের মূল প্রতিষ্ঠা করার কারণে অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করবে।

**৩)** আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হল যারা তাদের মূল তাওহীদকেই বিনষ্ট করেছে, তারা মুশরিক হওয়ার কারণে তাদের জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়েতের কোন অংশ নেই। বরং তারা পৃথিবীতে যেমন অশান্তি, অস্থিরতা, ভয়ভীতির মধ্যে জীবনযাপন করবে, তেমনি আখিরাতে জাহান্নাম হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

মোটকথা, এই আয়াত থেকে তাওহীদের এক বড় সুফল জানা যায় - নিরাপত্তা তথা সুখের সন্ধান লাভ। এই নিরাপত্তার খোঁজে গোটা বিশ্ব আজ দিশেহারা - অথচ এর চাবিকাঠি রয়েছে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাঝে।

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ৬: তাকওয়া

ভয় মানুষকে সুখী করে - যদি সেটা আল্লাহর ভয় হয়। যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে রিযক দেন, সকল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে তাকে বের করেন, তার কাজকর্ম সহজ করে দেন - আর তাই সে সুখী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

**যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেন যা সে কল্পনাও করে না।[১৫]**

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ۝٤

**যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।[১৬]**

হাদীসে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، " إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

**ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর পেছনে ছিলাম। এ অবস্থায় তিনি বললেন: "হে তরুণ, আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দেব:**

Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম OIEP



www.QuranerAlo.com

**আল্লাহর হেফাযত কর, তিনি তোমার হেফাযত করবেন, আল্লাহর হেফাযত কর, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহর নিকটেই কর। আর জেনে রাখ, সমগ্র মানুষ কোন কিছুর দ্বারা তোমার উপকার করার ব্যাপারে একত্র হলেও আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছুর দ্বারা তোমার কল্যাণ তারা করতে পারবে না; আর যদি তারা কোন কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি করতে একতাবদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলমসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।”[১৭]**

এই হাদীসের কোন কোন ভাষ্যে এসেছে:

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة

**তুমি সুখের সময় যদি আল্লাহকে চেন [অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ রাখ ও তাঁর আদেশ-নিষেধের সীমারেখা মেনে চল], তবে বিপদে তিনি তোমাকে জানবেন [অর্থাৎ তোমাকে হেফাযত করবেন]।**

Open Islamic Education Programme
ওপেন ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP



www.QuranerAlo.com

## সুখী হওয়ার উপায় ৭: আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং অন্যের সম্পদের দিকে দৃষ্টি না দেয়া

আমাদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হল, নিজের যা আছে তা আমরা দেখতে পাইনা, অন্যের কী আছে তা নিয়ে হা-হুতাশ করি অথচ আল্লাহর দেয়া নেয়ামত অসংখ্য।

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ
إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

**আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অধিক যালেম ও অকৃতজ্ঞ।**[১৮]

Open Islamic Education Programme
ওপেন ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP

মানুষ যদি নিজের জীবনে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলো লক্ষ্য করত, আর অন্যের হাতে থাকা সম্পদের ব্যাপারে লোভ না করত, তবেই সে সুখী হত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

**আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।**[১৯]



www.QuranerAlo.com

আল্লাহ তাআলা তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের মাঝে রিযক বন্টন করেছেন। যাকে যতটুকু দেয়া সংগত তাকে ততটুকু দিয়েছেন। কাউকে ধনী আবার কাউকে দরিদ্র করেছেন, কারও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন, কারও সৌন্দর্য বা খ্যাতি অন্যের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন - এটা আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে আপত্তি তোলার কোন অধিকার বান্দাদের নেই, বরং বান্দা যা পেয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। যদিও অধিক অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে কোন বাধা নেই, কিন্তু অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করা একদিকে যেমন শরীয়তের শিক্ষা বিরোধী, অপরপক্ষে তা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا
لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ ١٣١

**আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।**[২০]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَا يَكُنْ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ »

Open Islamic Education Programme
OIEP

**আমার নিকট উত্তম যা-ই থাকুক আমি কখনও তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করব না। যে হাত-পাতা থেকে বিরত হতে চায়, আল্লাহ তাকে হাত-পাতা থেকে বিরত রাখবেন। যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। যে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। আর একজন ব্যক্তিকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও অধিকতর প্রশস্ত কোন উপহার দেয়া হয়নি।**[২১]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

« إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى »

**এই টাকা-পয়সা সতেজ সুমিষ্ট [ফলের মত], যে চাওয়া ছাড়াই তা গ্রহণ করেছে তার জন্য এতে বরকত দেয়া হবে। আর যে এর প্রতি উন্মুখ থেকে একে গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে বরকত দেয়া হবে না। এর উপমা তার মত যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। আর দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম।**[২২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ »

**সে-ই সফল যে তার রবের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাকে রিযক হিসেবে তার প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তৃপ্ত করেছেন।**[২৩]

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

**ভোগ্যবস্তুর আধিক্য অভাবমুক্তি নয়, বরং প্রকৃত অভাবমুক্তি হল অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা।**[২৪]

Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ৮: সালাত

আমরা অনেকেই অবহেলার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি। সালাত কোনমতে শেষ করতে পারলে আরাম পাই! আমরা অনেকেই চিলের ছোঁ দেয়ার মত অবিশ্বাস্য গতিতে রুকু-সিজদাহ করি! অথচ নবীজী প্রশান্তি লাভ করতেন সালাতের মধ্যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন:

« يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ »

**হে বিলাল! সালাতের [প্রতি আহবান জানিয়ে আযান দিয়ে] আমাদেরকে প্রশান্তি দাও![২৫]**

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« ... وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ »

**আর আমার চোখ জুড়ানোকে রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে।[২৬]**

তেমনি বিপদাপদে তিনি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতেন:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَخِى حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

**হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর ওপর কোন বিপদাপদ আসলে তিনি সালাত আদায় করতেন।[২৭]**

আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও একই নির্দেশ দিয়েছেন:

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾



www.QuranerAlo.com

**আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।**[২৮]

অতএব, সুন্দরভাবে অযু করে সময়মত সুন্নাত মোতাবেক পঠিত সূরা ও দোয়া-দরূদের অর্থ বুঝে ধীরে-সুস্থে নিষ্ঠা ও খুশুর সাথে সালাত আদায় করলে তা মনকে প্রশান্তি দেবে।

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

# সুখী হওয়ার উপায় ৯: মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা

যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

**যে কোন মুমিনের দুনিয়াবী বিপদসমূহের মধ্যে কোন একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের মধ্যে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ঋণগ্রস্তের ঋণ আদায়কে সহজ করে দেবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াদি সহজ করে দেবেন। যে কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তার সাহায্য করতে থাকেন।**[২৯]

OIEP Open Islamic Education Programme উন্মুক্ত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম



www.QuranerAlo.com

## সুখী হওয়ার উপায় ১০: সৎসঙ্গ

উত্তম সঙ্গী অন্তরের প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ ওয়ালা উত্তম লোকের প্রিয় কথা মনকে শান্তি দেয়, আল্লাহ ও আখিরাতের কথা স্মরণ করায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম সঙ্গীর সুন্দর উপমা দিয়েছেন, তিনি বলেন:

« إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً »

**ভাল সঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হল সুগন্ধী ব্যবসায়ী আর হাপর চালনাকারীর মত। সুগন্ধী ব্যবসায়ী হয় তোমাকে সুগন্ধী মাখিয়ে দেবে, নয়ত তুমি তার থেকে ক্রয় করবে অথবা তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, নয়ত তুমি দুর্গন্ধ পাবে।**[৩০]

উত্তম সঙ্গীর মাঝে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল উত্তম স্ত্রী। তাই যে সুখী হতে চায় তার উচিৎ দ্বীনদার সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রী বাছাই করা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أربع من السعادة : المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء...

**চারটি বিষয় [দুনিয়ার] সুখ-সৌভাগ্যের কারণ: সৎকর্মশীল স্ত্রী, প্রশস্ত বাসস্থান, সৎকর্মশীল প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক [দ্রুতগামী, ঝামেলাবিহীন] বাহন...**[৩১]



www.QuranerAlo.com

অপর হাদীসে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে:

**এমন স্ত্রী যাকে দেখলে স্বামী চমৎকৃত হয় এবং সে অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তার ব্যাপারে ও নিজ সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত থাকে।**[৩২]

Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP

## সুখী হওয়ার উপায় ১১: তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝١١

**আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।**[৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۝٢٢ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝٢٣

**যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে মুসিবতই আপতিত হয় - তার প্রতিটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই কিতাবে [অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে] লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য দুঃখ না কর আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে অহঙ্কারপূর্ণ উল্লাসে মত্ত না হও। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।**[৩৪]

সুতরাং কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া ঘটে না আর কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লাহ তাআলাই রিযক বন্টন করেন, যাকে যতটুকু দেয়া সমীচীন - তাকে ততটুকু দেন। এ ব্যাপারে বান্দাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

Upon Islamic Education Programme
উপায় ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম
UIEP



www.QuranerAlo.com

আল্লাহ তাআলা তাকদীরে যা রেখেছেন, মানুষ ততটুকুই পাবে। এ নিয়ে আপত্তি তোলার অর্থ হল সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাঃ আল্লাহ আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন? কেন তাকে দিলেন? এ ধরনের প্রশ্ন তোলার অধিকার বান্দার নেই, বরং এটা তার জন্য পরীক্ষা। যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার দেয়া রিযক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে ও ধৈর্য ধরে, আলহামদুলিল্লাহ বলে - তবে সে দুনিয়াতেও সুখী হতে পারবে, আর জান্নাতে তার সমস্ত অভাব তো পূরণ হবেই।

তাই একজন মুমিন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে সুখী হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »

**দৃঢ় মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেয় এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় তবে উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। সে বিষয় অর্জনে সক্রিয় হও যা তোমাকে উপকৃত করে এবং আল্লাহর সাহায্য চাও, আর আলস্য করো না। কিন্তু যদি কোন কিছু [বিপদ বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি] ঘটে যায়, তবে বলো না যে যদি আমি এমনটি করতাম তবে এমনটি হত, বরং বল: এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর এবং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেছেন। কেননা নিশ্চয়ই "যদি" শয়তানের কর্মকান্ডের দুয়ার খুলে দেয়।**[৩৫]



www.QuranerAlo.com

# শেষ কথা:

সুখ মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের একটি। যদি আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহর পথে ফিরে আসি, তাঁর আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করি - তবে আমরা শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়ার জীবনেও সুখী হতে পারব।

যে পাপকাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসে, তার জন্য জীবনকে বদলে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তওবা পছন্দ করেন, তিনি ক্ষমা করেন, কেউ তাঁর আনুগত্য করতে চাইলে তিনি তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

**বল, “হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”**[৩৬]

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে কল্যাণের দিকে বদলে নেয়ার, দ্বীনকে জানা ও মানার তওফীক দান করুন এবং এর বদৌলতে আমাদেরকে সুখী করুন।

Open Islamic Education Programme
OIEP
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

# প্রান্তটীকা

[১]সূরা আন নাহল, ১৬ : ৯৬।

[২]সূরা ত্বাহা, ২০ : ১২৪-১২৭।

[৩]আত-তিরমিযী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[৪]সূরা আর রাদ, ১৩ : ২৭-২৮।

[৫]সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ২৮।

[৬]বুখারী, মুসলিম।

[৭]বুখারী।

[৮]সূরা আয যুমার, ৩৯ : ২৩।

[৯]মুসলিম।

[১০]বুখারী, মুসলিম।

[১১]আহমদ।

[১২]মুসলিম।

[১৩]সূরা আল আনআম, ৬ : ৮২।

[১৪]বুখারী, মুসলিম।

[১৫]সূরা আত তালাক, ৬৫: ২-৩।

[১৬]সূরা আত তালাক, ৬৫: ৪।

[১৭]তিরমিযী।

[১৮]সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৪।

[১৯]সূরা আন নিসা, ৪ : ৩২।

[২০]সূরা তাহা, ২০ : ১৩১।

[২১]বুখারী, মুসলিম।

[২২]বুখারী, মুসলিম।

[২৩]মুসলিম।

[২৪]বুখারী, মুসলিম।

[২৫]আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য।

[২৬]আহমদ ও অন্যান্য।

[২৭]আহমদ ও আবু দাউদ।

[২৮]সূরা আল বাকারা, ২ : ৪৫।

[২৯]মুসলিম।

[৩০]বুখারী, মুসলিম।

[৩১]আহমদ, ইবনু হিববান প্রমুখ।

[৩২]হাকিম।

[৩৩]সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১১।

[৩৪]সূরা আল হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৩।

[৩৫]বুখারী, মুসলিম।

[৩৬]সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৫৩।

Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম
OIEP



www.QuranerAlo.com

ঈমান সিরিজ - ১

## সুখী হওয়ার ১০টি উপায়

সুখ সবার সাধারণ চাওয়া - জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ছোট ও বড় সকলেই সুখী হতে চায়। যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সুখও সৃষ্টি করেছেন, আর বাতলে দিয়েছেন সুখী হওয়ার পথ। তাই স্রষ্টার দেখানো পথ ছাড়া অন্য কোন পথে সুখ আসা সম্ভব নয়। এই পুস্তিকায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুখী হওয়ার কিছু উপায় আলোচিত হয়েছে।

ঈমান সিরিজ-এর অন্যান্য বই

## উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম (ও.আই.ই.পি.) পরিচিতি

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুষের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী কিংবা মুআমালাত-লেনদেন - এর কোনটিই শুদ্ধভাবে করা সম্ভব নয় - আর যা শুদ্ধ নয়, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

**জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। - ইবনে মাজাহ।**

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংবাদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

**আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। - বুখারী, মুসলিম।**

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি অপরকেও তিনি আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে পারেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

**যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব।**
**- মুসলিম।**

জ্ঞানের এই গুরুত্বকে সামনে রেখে দ্বীনের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই ও.আই.ই.পি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান কোর্স, লেকচার, বই, পুস্তিকা, ভিডিও, অডিও আকারে ও অন্যান্য মাধ্যমে সর্বসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে আমরা সচেষ্ট।


OIEP
Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম



www.oiep.net  info@oiep.net  01733559135
facebook.com/OIEP.Official  youtube.com/OIEPdhaka
স্যুইট: ৩০৩, গ-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২